অধ্যাপক এ কিউ এম আবদুস শাকুর খন্দকার

ভাষাবিজ্ঞান ও আরবি ভাষাতত্ত্ব

Academia Publishing House Ltd.

অধ্যাপক এ কিউ এম আবদুস শাকুর খন্দকার

ভাষাবিজ্ঞান ও আরবি ভাষাতত্ত্ব

APL
Academia Publishing House Ltd.

Academia Publishing House Ltd.

ভাষাবিজ্ঞান ও আরবি ভাষাতত্ত্ব
অধ্যাপক এ কিউ এম আবদুস শাকুর খন্দকার

গ্রন্থস্বত্ব © এপিএল ২০২১
ISBN 978-984-35-0383-1

একাডেমিয়া পাবলিশিং হাউস লিমিটেড (এপিএল), কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স,
২৫৩/২৫৪, এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন, ঢাকা- ১২০৫, বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত

প্রকাশকাল: চৈত্র ১৪২৭, শাবান ১৪৪২, এপ্রিল ২০২১

মূল্য: টাকা ৪৫০.০০

Published by Academia Publishing House Ltd (APL)
253/254, Concord Emporium Shopping Complex
Elephant Road, Kataban, Dhaka-1205, Bangladesh

Contacts
Cell: (+88) 01832 96 92 80, 01766 073 321, 01923 489 165
E-mail: aplbooks2017@gmail.com

প্রকাশকের কথা

ভাষা আমাদের জন্য আল্লাহ'র পক্ষ থেকে একটি বড় নেয়ামত। ভাষার সাহায্যে আমরা কথা বলি, কবিতা লিখি, আল্লাহ'র প্রশংসা ও গুণকীর্তন করি এবং তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করি। ভাষা ব্যতীত মানুষের বুদ্ধি, চিন্তা ও মেধার কোনোই মূল্য নেই। ভাষা না হলে সভ্যতা, সংস্কৃতি, ধর্ম-দর্শন, জ্ঞানবিজ্ঞান, নগর-বন্দর কোনো কিছুই অস্তিত্ব লাভ করতো না। মানুষকে আজও বসবাস করতে হতো চতুষ্পদ জন্তুর সঙ্গে বনেজঙ্গলে। যাইহোক লাখ লাখ বছরের অব্যাহত প্রচেষ্টার পর সমাজবদ্ধ মানুষ কর্তৃক ভাষা আবিষ্কৃত হয়েছে।

ভারতীয় পাণিনি, পাতঞ্জলি এবং গ্রিক গ্যালেন, এ্যারিষ্টটল প্রমুখের চেয়েও মধ্যযুগীয় আরবদের মধ্যে একাধিক সৃষ্টিশীল ভাষাপণ্ডিত জন্ম নিয়েছেন। তাঁরা পরবর্তী মানবসমাজের জন্য ভাষাবিশ্লেষণের অনুপম উত্তরাধিকার রেখে গেছেন। আধুনিক ইউরোপীয়গণ মুসলমানদের এ বিপুল জ্ঞানভাণ্ডার কাজে লাগিয়ে নিজেদের ভাষাসমূহকে সমৃদ্ধ করেছেন। প্রাচীন কালে ভারতীয় ও গ্রিকগণ, মধ্যযুগে আরব মুসলিমগণ এবং আধুনিক কালে ইউরোপীয়গণ ভাষা নিয়ে যত গবেষণা চালিয়েছেন এবং যত গ্রন্থ রচনা করেছেন, এ বইটির মাধ্যমে আমাদের সেগুলো বিষদভাবে জানার সুযোগ হবে।

ভিন্ন ভাষাবংশের এবং বহু দূর দেশের ভাষা হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে আরবি আমাদের বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও ব্যাকরণে এত গভীর ও বিস্তৃত প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে, এ রহস্যটি জানা যাবে গ্রন্থটি পড়ার মাধ্যমে। বাংলা ভাষায় প্রথম রচিত এ গ্রন্থটি বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছাত্র-শিক্ষক-গবেষকদের জন্য এবং সাধারণভাবে বাংলাভাষী পাঠকদের জন্য সুখপাঠ্য বলে বিবেচিত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

ড. এম আবদুল আজিজ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
একাডেমিয়া পাবলিশিং হাউজ লিমিটেড

মৌলিক গবেষণা, ব্যাপক অধ্যয়ন
কঠোর পরিশ্রম ও আল্লাহ'র অনুগ্রহের ফসল

ভাষাবিজ্ঞান ও আরবি ভাষাতত্ত্ব

(আরবি ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্র, শিক্ষক, গবেষক ও বিদগ্ধ পাঠকদের জন্য)

মরহুম জনক-জননী, শিক্ষকমণ্ডলী, সহধর্মিণী ও শুভাকাঙ্ক্ষী এবং
এ গ্রন্থের লেখক, প্রকাশক ও পাঠক সকলের কল্যাণ ও
মাগফিরাত কামনায়

প্রথমবার প্রকাশের তথ্য

এ গ্রন্থের অধিকাংশ প্রবন্ধ ইতিপূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন গবেষণা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। নিচে এগুলোর প্রথম প্রকাশের তথ্য সন্নিবেশিত হলো:

১. আরবি বাক্যতত্ত্বের উদ্ভব ও সংগঠন, প্রাচ্যবিদ্যা পত্রিকা, সংস্কৃত বিভাগ, ঢাবি, সংখ্যা ৩, জুন ২০১৩, পৃ. ৮১-১১৪

২. সিবওয়াইহ ও আরবি ব্যাকরণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা ৮৮, জুন ২০০৭, পৃ. ১৯-৪০

৩. আরবি ভাষাচার্য ইবন জিন্নির জীবন ও কর্ম, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট পত্রিকা, ঢাবি, সংখ্যা ২৩, ফেব্রু. ২০১২, পৃ. ১৭৪-২০৪

৪. আরবি ভাষায় ঋণশব্দ: প্রাচীনযুগ, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট পত্রিকা, সংখ্যা ২৬, এপ্রিল ২০১৬, পৃ. ১২৭-১৫৪

৫. আফ্রো-এশীয় ভাষাবংশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, যুক্তসংখ্যা ৮৫-৮৬, জুন-অক্টো. ২০০৬, পৃ. ১-১৮

৬. বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণে আরবির প্রভাব, জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, সংখ্যা ৫, জুন ২০১২, পৃ. ৬১-৮৮

৭. আধুনিক আরবি ভাষায় লিঙ্গের ব্যাবহারে প্রচলিত ভুল, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট পত্রিকা, ২০০০-২০০১ সংখ্যা, জুন ২০০১, পৃ. ১৫৩-১৬৬

সূচিপত্র

প্রাককথন xvi

প্রথম অধ্যায়

অবতরণিকা: ভাষাবিজ্ঞান ও ভাষাতত্ত্ব ১৯

১.১ বাংলা ভাষায় পরিভাষা দু'টির ব্যবহার ১৯

১.২ ভাষাবিজ্ঞান ও ভাষাতত্ত্বের সংজ্ঞা ২০

১.৩ আরবগণ কর্তৃক পরিভাষা দু'টির উদ্ভাবন ২১

১.৪ আরবদের ভাষাগবেষণার প্রেরণা ২৪

১.৫ ভাষাবিজ্ঞান ও অন্যান্য বিজ্ঞান ২৭

১.৬ আধুনিক ইউরোপে ফিকহুল্লুগাহ শৃঙ্খলার উদ্ভব ২৮

১.৭ কীভাবে ফিলোলোজির লিংগুইসটিক্স-এ উত্তরণ ঘটলো ৩৩

১.৮ ভাষাতাত্ত্বিক ও ভাষাবিজ্ঞানীদের স্ব স্ব কর্মপরিধি ৩৪

১.৯ আরবি ভাষার বিলুপ্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার কারণ ৩৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

আরবি ভাষাতত্ত্বের উদ্ভব ও বিকাশ ৪১

২.১ সূচনা ও উপস্থাপন ৪১

২.২ আরবি ভাষার বিশুদ্ধতার প্রতি হুমকি ৪২

২.৩ আরবদের ভাষাগবেষণার তাৎক্ষণিক কারণ ৪৩

২.৪ ভাষাগবেষণার প্রতি অগ্রাধিকার ৪৬

২.৫ আরবি ভাষাগবেষণা কখন, কোথায় শুরু হয় ৪৮

২.৬ আরবি ভাষাগবেষণা খাঁটি আরবীয় গবেষণা ৪৯

২.৭ আরবি ভাষা শিক্ষাদান ৫১

২.৮ বিশ্লেষণের জন্য নির্বাচিত সাধু আরবি ৫২

২.৯ হযরত আলীর উদ্ভাবন ও আদ-দু'আলির পূর্ণতা দান ৫৪

২.১০ আবিষ্কৃত শাস্ত্রটির নামকরণ ৫৬

২.১১ আল-কুরআনের সেবায় আবুল আসওয়াদ ৫৭
২.১২ আবুল আসওয়াদের খ্যাতিমান ছাত্রগণ ৫৯
২.১৩ আল-খলিল ইবন আহমদ ৬০
২.১৪ সংস্কৃত ও আরবি ধ্বনির শ্রেণিবিন্নাস: একটি তুলনা ৬৫
২.১৫ সিবওয়াইহ ও তাঁর রচিত আল-কিতাব ৬৮
২.১৬ ভাষাশাস্ত্রীয় আরও কিছু গ্রন্থ ৭৩
২.১৭ প্রথম আব্বসীয় যুগে আরবি ভাষা ৭৭
২.১৮ আল-খলিল ও সিবওয়াইহ উত্তরকাল ৭৮
২.১৯ হিজরি চতুর্থ শতক ৮১
২.২০ চতুর্থ শতকের পরবর্তীকাল ৮৪
২.২১ তথ্যসূত্র ৮৯

তৃতীয় অধ্যায়
আরবি বাক্যতত্ত্বের উদ্ভব ও সংগঠন ৯৩
৩.১ সারসংক্ষেপ ৯৩
৩.২ অবতরণিকা ৯৪
৩.৩ আরবি বাক্যতত্ত্ব কী ও কেন ৯৫
৩.৪ আরবি নাহুর সর্বজনীন ও যুগোত্তীর্ণ প্রভাব ৯৮
৩.৫ আরবি বাক্যতত্ত্বের উদ্ভব ও বিকাশ ১০০
৩.৫.১ আরবি বাক্যতত্ত্বের উদ্ভবের ধর্মনিরপেক্ষ কারণ ১০২
৩.৬ বাক্যতত্ত্ব একটি খাঁটি আরবীয় বিজ্ঞান ১০৪
৩.৬.১ আরবি বাক্যতত্ত্বের উদ্ভবে বহিরাগত কোনো প্রভাব রয়েছে কি? ১০৬
৩.৭ আরবি বাক্যতত্ত্বের উদ্ভাবক ও অগ্রপথিকগণ ১০৯
৩.৮ হযরত আলী ইবন আবু তালিব ১১০
৩.৯ আবুল আসওয়াদ আদ-দু'আলী ১১৪
৩.৯.১ আবুল আসওয়াদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ১১৭

৩.৯.২ আবুল আসওয়াদের ভাষাজ্ঞান ১১৯
৩.১০ আল-কুরআনে ই'রাব বা হারাকাত স্থাপন ১২০
৩.১০.১ আবুল আসওয়াদের ছাত্রগণ ও ই'জাম ১২১
৩.১১ আবদুল্লাহ বিন আবি ইসহাক আল-হাদরামী ১২২
৩.১২ ঈসা বিন 'উমর আস-সাকাফী ১২৩
৩.১৩ উপসংহার ১২৫
৩.১৪ তথ্যানির্দেশ ও টীকা ১২৭

চতুর্থ অধ্যায়
সিবওয়াইহ ও আরবি ব্যাকরণ ১৩১
৪.১ সূচনা: ব্যাকরণ কী? ১৩১
৪.২ আরবি ব্যাকরণের প্রয়োজনীয়তা ১৩২
৪.৩ আরবি ব্যাকরণের উদ্ভব ১৩৪
৪.৪ নাম, জন্ম ও মৃত্যু ১৩৭
৪.৫ শিক্ষাজীবন ও শিক্ষকমণ্ডলী ১৩৮
৪.৬ তাঁর কয়েকজন ছাত্র ১৪০
৪.৭ বাগদাদের ঐতিহাসিক বিতর্ক ১৪১
৪.৮ সিবওয়াইহ'র ব্যাকরণগ্রন্থ 'আল-কিতাব' ১৪২
৪.৯ আল-কিতাবের রচনাপদ্ধতি ১৪৫
৪.১০ আল-কিতাবে ব্যবহৃত উদাহরণসমূহ ১৪৯
৪.১১ ব্যাকরণশাস্ত্রের উন্নয়নে আল-কিতাবের প্রভাব ১৫০
৪.১২ আল-কিতাব ও আরবি ধ্বনিতত্ত্ব ১৫১
৪.১৩ মুদ্রণ ও প্রকাশনা ১৫৫
৪.১৪ আল-কিতাব সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের অভিমত ১৫৬
৪.১৫ উপসংহার ১৬০
৪.১৬ তথ্যসূত্র ও টীকাটিপ্পনী ১৬২

পঞ্চম অধ্যায়

আরবি ভাষাচার্য ইবন জিন্নির জীবন ও কর্ম ১৬৫

৫.১ সারসংক্ষেপ ১৬৫

৫.২ ভূমিকা ১৬৬

৫.৩ বংশপরিচয় ১৬৭

৫.৪ জন্ম ও মৃত্যু ১৬৯

৫.৫ শারীরিক বৈশিষ্ট্য ১৭১

৫.৬ চারিত্রিক গুণাবলি ১৭২

৫.৭ শিক্ষাজীবন ১৭২

৫.৮ শিক্ষকমণ্ডলী ১৭৩

৫.৮.১ আল-ফারেসীর সাথে নাটকীয় সাক্ষাৎ ও তার ফল ১৭৪

৫.৯ ছাত্র ও সন্তানসন্ততি ১৭৬

৫.১০ কবি মুতানাববীর সঙ্গে পরিচয় ও বন্ধুত্ব ১৭৬

৫.১১ দার্শনিক, রাজনৈতিক, সাম্প্রদায়িক ও ফিক্‌হি বিশ্বাস ১৭৭

৫.১১.১ রাজনৈতিক বিশ্বাস ১৭৮

৫.১১.২ ধর্মীয় ফিরকা বা শিয়া-সুন্নিসংক্রান্ত বিশ্বাস ১৭৯

৫.১১.৩ ফিকহি ও মাযহাবি বিশ্বাস ১৭৯

৫.১২ সমন্বয়ধর্মী ও উদারপন্থি বৈয়াকরণ ১৮০

৫.১৩ কবিতা রচনায় পারদর্শিতা ১৮০

৫.১৪ ইবন জিন্নির গদ্যের সৌকর্য ও শৈল্পিকতা ১৮২

৫.১৫ ইবন জিন্নি রচিত গ্রন্থাবলি ১৮২

৫.১৫.১ আল-খাসাইস ১৮৪

৫.১৫.১.১ ভাষার সংজ্ঞা ১৮৫

৫.১৫.১.২ ভাষার উৎপত্তি ১৮৫

৫.১৫.১.৩ আল-ইশতিকাক আল-আকবর ১৮৬

৫.১৫.২ সিররু সিনাআতিল ই'রাব ১৮৮
৫.১৫.৩ আল-মুনসিফ কী শরহি তাসরীফিল মাযিনী ১৯১
৫.১৫.৪ আল-লামউ' ফিন-নাহউই ১৯২
৫.১৫.৫ আল-মুহতাসাব ফী শরহি শাওয়াযযিল কিরাআহ ১৯৩
৫.১৬ ইবন জিন্নি সম্পর্কে মধ্যযুগীয় আরদের মতামত ১৯৪
৫.১৭ আধুনিক আরব ভাষাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকদের মূল্যায়ন ১৯৬
৫.১৮ পাশ্চাত্যে ইবন জিন্নির প্রভাব ও পরিচিতি ১৯৯
৫.১৯ উপসংহার ২০০
৫.২০ তথ্যনির্দেশ ও টীকা ২০৩

ষষ্ঠ অধ্যায়
আরবি বাক্যতত্ত্ব ও ইবন জিন্নি ২০৭
৬.১ সারসংক্ষেপ ২০৭
৬.২ ভূমিকা ২০৮
৬.৩ বাংলা ব্যাকরণে বাক্যসংজ্ঞা ২০৮
৬.৪ ইংরেজি ব্যাকরণে বাক্যসংজ্ঞা ২০৯
৬.৫ আরবি ব্যাকরণে বাক্যসংজ্ঞা ২১০
৬.৬ বাক্যতত্ত্বসংক্রান্ত সাধারণ আলোচনা ২১৬
৬.৭ আরবি বাক্যতত্ত্ব ২১৮
৬.৮ আরবি বাক্যে 'আমেল ও মা'মূল-এর নিয়ম ২২০
৬.৯ আরবি বাক্যে ই'রাব-বিধান ২২৩
৬.১০ বাক্যতত্ত্ববিষয়ক কতিপয় তথ্যপুস্তক ২২৫
৬.১১ বাক্যতত্ত্ব ও ইবন জিন্নি ২২৮
৬.১২ উপসংহার ২৩১
৬.১৩ তথ্যসূত্র ও টীকা ২৩৪

সপ্তম অধ্যায়

আরবি অভিধানবিজ্ঞানের বিকাশ ও উন্নয়ন ২৩৭
৭.১ সারসংক্ষেপ ২৩৭
৭.২ অভিধানশাস্ত্রের পূর্ব-ইতিহাস ২৩৮
৭.৩ অভিধানের সংজ্ঞা এবং ভাষা-সংরক্ষণে এর ভূমিকা ২৩৯
৭.৪ আরবি অভিধানের উৎসসমূহ ২৪০
৭.৫ বিভিন্ন প্রকারের বিষয়ভিত্তিক ও ভাবভিত্তিক অভিধান ২৪১
৭.৫.১ বিষয়বস্তু বা বিষয়ভিত্তিক অভিধান ২৪১
৭.৫.২ অর্থকেন্দ্রিক বা ভাবভিত্তিক অভিধান ২৪৩
৭.৬ প্রচলিত শব্দভিত্তিক সাধারণ অভিধান ২৪৭
৭.৬.১ 'আল-'আইন বা 'কিতাবুল আইন' ২৪৭
৭.৬.২ 'আল-জামহারাহ' ২৪৭
৭.৬.৩ 'আল-বারি' বা 'কিতাবুল বারি' ২৪৮
৭.৬.৪ 'আত-তাহযিব বা তাহযিবুল-লুগাহ' ২৪৯
৭.৬.৫ 'ইসতিদরাকুল-গলত আল-ওয়াকি' ফিল-'আইন ২৪৯
৭.৬.৬ 'আল-মুহিত' ২৫০
৭.৬.৭ 'তাজুল-লুগাহ ওয়া সিহাহুল আরাবিয়্যাহ' ২৫১
৭.৬.৮ 'আল-মুজমাল' ২৫৩
৭.৬.৯ 'মাকায়ীসুল-লুগাহ' ২৫৩
৭.৬.১০ 'আল-মুহকাম ওয়াল মুহিতুল আ'যম' ২৫৪
৭.৬.১১ আসাসুল বালাগাহ ২৫৪
৭.৬.১২ লিসানুল 'আরব ২৫৫
৭.৭. আরও নানা প্রকারের অভিধান ২৫৭
৭.৭.১ মুসাল্লাসু কুতরুব ২৫৭
৭.৭.২ কিতাবুস-সালাসাহ ২৫৭

৭.৭.৩ কিতাবুল ‘আশারাত ২৫৭
৭.৮ উপসংহার ২৫৮
৭.৯ তথ্যসূত্র ২৬০

অষ্টম অধ্যায়
আরবি ভাষায় ঋণশব্দ: প্রাচীন যুগ ২৬৩
৮.১ সারসংক্ষেপ ২৬৩
৮.২ উপক্রমণিকা ২৬৪
৮.৩ আরবি ভাষায় ঋণশব্দ সম্পর্কে সিবওয়াইহ’র পর্যবেক্ষণ ২৬৬
৮.৪ বিদেশি নাম বা বিশেষ্যপদের আরবিকরণ ২৬৮
৮.৫ আল-কুরআনে ‘আজমি বা বিদেশি শব্দ ২৬৮
৮.৬ আরবিকরণ ও ইবন জিন্নি ২৭০
৮.৭ আরবিভাষায় অন্যান্য সেমিটিক ভাষার শব্দ ২৭২
৮.৮ আরবি ভাষায় ফারসি ঋণশব্দ ২৭৪
৮.৯ এ বিষয়ে আল্লামা সুয়োতির পর্যবেক্ষণ ও বিশদ আলোচনা ২৭৭
৮.১০ আরবি ভাষায় রোমান বা ল্যাটিন ঋণশব্দ ২৮০
৮.১১ আরবি ভাষায় সংস্কৃত ঋণশব্দ ২৮১
৮.১২ আরবিভাষায় কৃতঋণ শব্দ নিয়ে আরবদের গবেষণা ২৮৪
৮.১৩ উপসংহার ২৮৫
৮.১৪ তথ্যসূত্র ২৮৭

নবম অধ্যায়
আফ্রো-এশীয় ভাষাবংশ ২৮৯
৯.১. ভূমিকা ২৮৯
৯.২ আফ্রো-এশীয় বংশ: ভাষার সংখ্যা, উপবংশ ও নামকরণ ২৯১

৯.৩ প্রাচীন মিসরীয় ভাষা ২৯৪
৯.৪ বারবার ভাষাসমূহ ২৯৫
৯.৫ কুশিটীয় ভাষাসমূহ ২৯৬
৯.৬ সেমিটীয় ভাষাসমূহ ২৯৭
৯.৬.১ প্রথম সেমিটীয় ভাষা ২৯৯
৯.৭ সেমিটীয় ভাষাবংশ ৩০০
৯.৭.১ আরবি ভাষা ৩০১
৯.৭.২ আক্কাদীয় ভাষা ৩০৩
৯.৭.৩ আরামীয় ভাষা ৩০৪
৯.৭.৪ কানানীয় ভাষা ৩০৫
৯.৮ হিময়ারীয় ভাষা ৩০৭
৯.৯ ইথিয়পীয় সেমিটীয় ভাষা ৩০৮
৯.১০ চাদীয় ভাষাসমূহ ৩১০
৯.১১ তথ্যসূত্র ৩১৩

দশম অধ্যায়
বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণে আরবির প্রভাব ৩১৭
১০.১ সারসংক্ষেপ ৩১৭
১০.২ দু'টি ভিন্ন ভাষাবংশের অন্তর্ভুক্ত ৩১৮
১০.৩ বাংলা ও আরবি ভাষার বয়স ৩১৯
১০.৪ ভাষা দু'টোর মধ্যে বৈসাদৃশ্য বা অমিল ৩২০
১০.৫ আরবি ও বাংলা স্বরধ্বনির সংক্ষিপ্ত আলোচনা ৩২১
১০.৬ ধ্বনিমূলক বর্ণমালা ও উচ্চারণানুগ লিখনপদ্ধতি ৩২৩
১০.৭ সাধু ও চলিত ভাষা ৩২৫
১০.৮ বৈসাদৃশ্যের মধ্যে সাদৃশ্য ৩২৬

১০.৯ আরব-বঙ্গ বা আরবি-বাংলার সরাসরি সংযোগ ৩২৯
১০.১০ আরবি ভাষা থেকে শব্দ গ্রহণ ৩৩০
১০.১১ ভারতীয় ধ্বনি ও বর্ণের উচ্চারণে আরবির প্রভাব ৩৩৩
১০.১২ মরহুম ধ্বনিবিজ্ঞানী মুহম্মদ আবদুল হাই-এর পর্যবেক্ষণ ৩৩৪
১০.১৩ বাংলা ও আরবি ব্যাকরণের মধ্যে সম্পর্ক ৩৩৫
১০.১৪ উল্লেখযোগ্য কতিপয় প্রত্যক্ষ কারণ ৩৩৬
১০.১৫ বাংলা ব্যাকরণে আরবির প্রভাবের সম্ভাব্য ও পরোক্ষ কারণ ৩৩৯
১০.১৬ প্রাচ্যবিশারদদের আবির্ভাব ও ইউরোপে জ্ঞানচর্চার ব্যাপকতা ৩৪১
১০.১৭ উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে গৃহীত সিদ্ধান্ত ৩৪৪
১০.১৮ বাংলা কবিতার ছন্দ নির্মাণে আরবি ছন্দের প্রভাব ৩৪৬
১০.১৯ উপসংহার ৩৪৯
১০.২০ তথ্যনির্দেশ ও টীকা ৩৫১

একাদশ অধ্যায়
আধুনিক আরবি ভাষায় লিঙ্গের ব্যবহারে প্রচলিত ভুল ৩৫৭
১১.১ সারসংক্ষেপ ৩৫৭
১১.২ উপক্রমণিকা ৩৫৮
১১.৩ আরবি ভাষায় লিঙ্গ-প্রসঙ্গ ৩৫৯
১১.৪ আরবি ব্যাকরণে লিঙ্গের বহুবিধ ব্যবহার ও বিচিত্র আচরণ ৩৬০
১১.৫ আল্লামা সুয়োতির পর্যবেক্ষণ ৩৬৪
১১.৬ বর্তমানে আরবি ভাষায় প্রচলিত ভুলের কিছু ক্ষেত্র ও নমুনা ৩৬৫
১১.৭ উপসংহার ৩৭২
১১.৮ তথ্যসূত্র ও টীকা ৩৭৩

প্রাককথন

বাংলা ভাষায় আরবি ভাষাবিজ্ঞান বা ভাষাতত্ত্ববিষয়ক কোনো স্বতন্ত্র গ্রন্থ এ দেশে আজ পর্যন্ত রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। অথচ আল-কুরআন, আরবি ভাষা ও সাহিত্য এবং আরবি ভাষায় রচিত ইসলামি জ্ঞানবিজ্ঞানের পঠনপাঠন এ দেশে বিগত অন্যূন আটশত বছর যাবৎ অব্যাহতভাবে চলে এসেছে। এগুলোর অধ্যাপন ও অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে আরবি ভাষাশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত বাক্যতত্ত্ব (ব্যাকরণ), রূপতত্ত্ব, ধ্বনিতত্ত্ব ও বাগর্থবিজ্ঞানে পারদর্শিতা অর্জন আরবি ও ইসলামিয়াতের শিক্ষক-শিক্ষার্থী সকলের জন্য বরাবর অত্যাবশ্যক বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশের মাদরাসা ও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে এ-সকল বিষয় পাঠ্য হওয়া এবং আরবি, ফারসি ও ইংরেজি ভাষায় এসব শাস্ত্রের অজস্র বই থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশের আরবি ও ইসলামি পণ্ডিতগণ না এগুলো বাংলায় রূপান্তরিত করেছেন, না নিজেরা উদ্যোগী হয়ে বাংলায় মানসম্পন্ন প্রয়োজনীয় বইপুস্তক রচনা করেছেন। তাই বাধ্য হয়েই আমাদের দেশে এ-সকল বিষয় বিদেশি ভাষায়ই পড়তে ও পড়াতে হয়। অন্যথা সহজলভ্য নিম্নমানের নোট বইয়ের ওপর ভরসা করতে হয়। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে দেশের আরবি ও ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থার ওপর। এর ফলে আমাদের মাদরাসা ও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে আরবি ভাষা ও সাহিত্যে সচরাচর বিশ্বমানের স্নাতক ও মাস্টার্স বের হন না। আরবি ভাষা ও সাহিত্যে সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়েও তাঁরা এ ভাষাটি ব্যবহার করতে স্বচ্ছন্দবোধ করেন না। এ ক্ষেত্রে আমাদের প্রতিবেশী ভারতের অবস্থা অন্যরকম। তাঁরা তাঁদের মাতৃভাষায় আরবি ভাষাশাস্ত্র ও ইসলামি জ্ঞানবিজ্ঞানের মূল গ্রন্থসমূহ অনুবাদ করে নিয়েছেন অথবা মূলের আদলে তাঁদের ভাষায় এসব বিষয়ে মানসম্পন্ন গ্রন্থ রচনা করে নিয়েছেন। যেমনটি করেছেন ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদগণ।

তাঁরা তাঁদের এ পরিশ্রম ও গবেষণার আশাতীত ফলও পেয়েছেন। আগের কথা বাদ দিলেও বিগত উনিশ ও বিশ শতকে ভারতে এমন বহুসংখ্যক বিশ্বমানের ইসলামি বিদ্বজ্জনের জন্ম হয়, আরবি সাহিত্য ও ইসলামি জ্ঞানবিজ্ঞানে যাঁদের অবদান আরব বিশ্বসহ সারা পৃথিবীতে বিপুলভাবে সমাদৃত এবং যাঁদের আরবি

গ্রন্থ আরব বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পাঠ্য। এর মোকাবিলায় আমাদের অবস্থা খুবই হতাশাব্যঞ্জক। আমাদের দেশে ইসলামি জ্ঞানবিজ্ঞানের কিছু কিছু গ্রন্থ বাংলায় অনূদিত অথবা রচিত হলেও আরবি ভাষাশাস্ত্রের মৌলিক কোনো গ্রন্থই বাংলায় অনূদিত বা রচিত হয়নি।

এ শূণ্যতা পূরণের লক্ষ্যেই এ লেখক ১৯৮১ সালে সুদান থেকে 'অনারবদের আরবি শিক্ষাদানে' উচ্চতর ডিগ্রি নিয়ে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে আরবি ভাষা শিক্ষাদানের পাশাপাশি আরবি ভাষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন শৃঙ্খলা তথা ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা ও লেখালেখির কাজ আরম্ভ করেন। ২০১৬ সালে অধ্যাপক হিসেবে অবসর গ্রহণ পর্যন্ত লেখকের এতদবিষয়ক ২২টি প্রবন্ধ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত হয়। এ-সকল প্রকাশিত ও অবসরোত্তরকালে রচিত কিছু অপ্রকাশিত প্রবন্ধযোগে বর্তমানটিসহ মোট তিনটি গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থটির ভূমিকায় ভাষাবিজ্ঞান ও ভাষাতত্ত্ব পরিভাষাদ্বয়ের সংজ্ঞা এবং এ-দু'য়ের মধ্যকার ভিন্নতা ও অভিন্নতাসংক্রান্ত বিশদ আলোচনাসহ এটিতে মোট ১১টি প্রবন্ধ মুদ্রিত হলো। এগুলো থেকে ৭টি প্রবন্ধ ইতোপূর্বে বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত হয় এবং ভূমিকাসহ বাকি ৪টি প্রবন্ধ অবসরগ্রহণের পর রচিত। এ সংযোজনের উদ্দেশ্য গ্রন্থটিতে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত পাঠোপকরণ বা পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা। এ ছাড়া গ্রন্থটির আরো একটি উদ্দেশ্য হলো মধ্যযুগীয় মুসলিম আরবদের ভাষাচিন্তা ও ভাষাগবেষণার ব্যাপ্তি, পরিধি ও গভীরতার সঙ্গে আমাদের দেশের আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীদের পরিচিত ও সংশ্লিষ্ট করা। এটা সত্যিই বিস্ময়কর যে, প্রায় সকল ইউরোপীয় প্রধান ভাষায় বাক্যতত্ত্বসহ আরবি ভাষাশাস্ত্রের বিভিন্ন শৃঙ্খলার বিশ্বকোষসদৃশ বৃহৎ গ্রন্থসমূহ অনূদিত হলেও এবং ল্যাটিন, জার্মান, স্প্যানিশ, ফরাসি, ইংরেজি প্রভৃতি ভাষায় আরবি ভাষাতত্ত্ব, ব্যাকরণ ও ধ্বনিতত্ত্বের অজস্র গ্রন্থ প্রকাশিত হলেও এদিক থেকে প্রায় সতেরো কোটি মুসলিম অধ্যুষিত আমাদের বাংলাদেশের অবস্থা খুবই দুঃখজনক।

ভাষাগবেষণায় মধ্যযুগীয় মুসলিম আরবদের আকাশচুম্বী অবদানের সাথে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় কোনো সভ্যতারই কোনো তুলনা হয় না। বিষয়টি জেনেই ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদগণ বিগত শতকগুলোতে আরবি ভাষায় রচিত

সকল জ্ঞানবিজ্ঞান সরাসরি অথবা অনুবাদের মাধ্যমে নিজেরা আয়ত্ত ও আত্মস্থ করে নেন। আরবদের গবেষণালব্ধ ভাষাবিষয়ক জ্ঞানবিজ্ঞান অনুবাদ বা আত্মস্থ করেই ইউরোপীয়গণ ক্ষান্ত হননি, বরং তাঁরা এসবের ভিত্তিতে তাঁদের অনগ্রসর ভাষাসমূহের সংস্কার সাধন করেন। এর ফলে তাঁদের ভাষাসমূহ পরিপক্ক ও উন্নত হয় এবং রেনেসাঁ-উত্তরকালে আবিষ্কৃত আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান ও নতুন সভ্যতার বাহন হবার যোগ্যতা অর্জন করে।

আরবি ভাষার এ পশ্চিমাভিমুখী বিজয়গাথার চেয়েও চমকপ্রদ এ ভাষার পূর্বমুখী অগ্রযাত্রার বিজয়কাহিনী। ইসলামের বিস্তৃতির সাথে পাল্লা দিয়ে আরবি ভাষার পূর্বমুখী অভিযাত্রার কাহিনী কেবল চমকপ্রদ নয়, অবিশ্বাস্যও। ইসলাম ও আরবি ভাষার এ যুক্ত অগ্রযাত্রা ইরান মধ্য এশিয়া, দক্ষিণ এশিয়ার ভারতীয় উপমহাদেশ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইনস হয়ে চীন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ইসলামের সম্প্রসারণের সঙ্গে এ বিশাল ভূভাগে আরবি ভাষারও দ্রুত প্রসার ঘটে। ধর্মান্তরিত বিপুলসংখ্যক মুসলিম তাদের ধর্মকর্ম ও শিক্ষার ভাষা হিসেবে আরবিকে বেছে নেয়। ফলে এ-সকল দেশের অধিকাংশ ভাষা বিজয়ী ও উন্নত আরবি ভাষার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়। পশ্চিম থেকে পূর্ব পর্যন্ত প্রভাবান্বিত এসব ভাষার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ফারসি, সিন্ধি, পাঞ্জাবি, হিন্দি, উর্দু, তামিল, গুজরাটি, বাংলা, মালয় প্রভৃতি।

যেসব ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য আরবি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাবে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত হয় তন্মধ্যে বাংলা ভাষা একটি। এ প্রসঙ্গে এখানে আমরা মধ্যযুগীয় মুসলিম শাসনামলে আরবি-ফারসির সান্নিধ্য ও প্রভাবে বাংলা ভাষা তার প্রাচীন অপ্রভ্রংশীয় কথ্যরূপ ও বর্তমানে অবোধ্য চর্যাপদীয় রূপ থেকে সহজবোধ্য ও সমৃদ্ধ মধ্যযুগীয় কাব্যসাহিত্য ও পুঁথিসাহিত্যের ভাষায় উন্নীত হবার কথা উল্লেখ করতে পারি। আরবি-ফারসির (প্রধানত আরবির) প্রভাবে কেবল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যই নয় বরং বাংলা ব্যাকরণ, শব্দ এবং ধ্বনিও প্রভাবিত হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থের 'বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণে আরবির প্রভাব' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে বিষয়টির বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এটি ছাড়া গ্রন্থটির অন্যান্য প্রবন্ধেও এ প্রাককথনে বিবৃত বিষয়সমূহের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

অধ্যাপক এ কিউ এম আবদুস শাকুর খন্দকার

লেখক পরিচিতি

নরসিংদী জেলার বেলাব থানার চন্দনপুর গ্রামের সন্তান **এ কিউ এম আবদুস শাকুর খন্দকার** একই জেলার হাতিরদিয়া স্কুল থেকে প্রাথমিক, সর্বলক্ষণা মাদ্রাসা থেকে দাখিল, কুমরাদি মাদ্রাসা থেকে আলিম ও ফাযিল, ঢাকা আলিয়া থেকে কামিল (১৯৬৭), শিবপুর হাইস্কুল থেকে এস.এস.সি, মিরপুর সরকারি বাংলা কলেজ থেকে এইচ.এস.সি, করার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে বি.এ.অনার্স ও এম.এ (১৯৭৫) সম্পন্ন করেন। আলিম ও এস.এস.সি-তে সরকারি বৃত্তি লাভসহ তিনি ফাযিলে ৫ম, কামিলে ৭ম ও এম.এ.-তে ২য় স্থান লাভ করেন। ১৯৭৯ সনের বি.সি.এস. শিক্ষায় ১ম স্থান অধিকার করে সরকারি কলেজে ইতিহাসের প্রভাষক নিযুক্ত হন। আরব লীগের শিক্ষাবৃত্তি নিয়ে খার্তুম ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউটে দুই বছর (১৯৭৯-১৯৮১) শিক্ষণবিজ্ঞান অধ্যয়নের পর সেখান থেকে অনারবদের আরবি ভাষা শিক্ষাদানের জন্য পোস্ট গ্র্যাজুয়েট স্প্যাশালিস্ট ডিপ্লোমা (এম. ফিল) অর্জন করেন। ১৯৮১ সাল থেকে ঢাবি আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে খণ্ডকালীন আরবি শিক্ষক, সউদি দূতাবাসে অনুবাদ ও প্রেস কর্মকর্তা, রেডিও বাংলাদেশ বহির্বিশ্ব কার্যক্রমে আরবি সংবাদ ও কথিকা পাঠক ও অনুবাদক এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সভা-সেমিনার-সম্মেলনে দোভাষীর কাজ শুরু করেন। তিনি ১৯৯০ সালে ঢাবি আ.ভা.ই.-তে আরবি ভাষার প্রভাষক পদে যোগদান করেন। ২০১৬ সালে অত্র ইনস্টিটিউট থেকে আরবির অধ্যাপক হিসেবে অবসরে আসেন। সরকারি বৃত্তিসহ দেশে ও বিদেশে তিনি ৩টি গবেষণাকর্ম সম্পাদন করেন। তিনি বাংলা, ইংরেজি, আরবি ও উর্দু ভাষায় পূর্ণ দক্ষতা এবং হিন্দি ও ফার্সি ভাষায় আংশিক দক্ষতার অধিকারী। অনারবদের আরবি ভাষা শিক্ষাদান এবং তাদের জন্য আরবি ভাষার পাঠ্যসূচি তৈরির কাজে লেখকের প্রশিক্ষণ, বিশেষজ্ঞতা ও দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে। ঢাবির বিভিন্ন গবেষণা পত্রিকায় তাঁর ২২টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া তাঁর আরবি থেকে বাংলায় অনূদিত দুটি বই এবং জাতীয় পত্র-পত্রিকায় স্বরচিত ও অনূদিত বহুসংখ্যক নানাবিষয়ক লেখা প্রকাশিত হয়। বর্তমানটির পর তাঁর ৩টি আরবিসহ অপ্রকাশিত ৭টি পাণ্ডুলিপি রয়েছে, যেগুলো পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত হবে ইন-শা'আল্লাহ। তিনি বাংলা একাডেমি, এশিয়াটিক সোসাইটি, ইতিহাস সমিতি, বিআইআইটি ও ঢাকাস্থ বেলাব সমিতির জীবন সদস্য। এশিয়া ও এশিয়ার বাইরে তাঁর কয়েকটি দেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা রয়েছে। স্বাধীন অধ্যয়ন, গবেষণাকর্ম এবং লেখালেখি ছাড়াও বর্তমানে তিনি বিআইআইটিসহ শিক্ষা, জ্ঞানচর্চা ও গবেষণাবিষয়ক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত এবং নিজ এলাকায় ধর্মীয় ও সমাজোন্নয়নমূলক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত।

গ্রন্থ পরিচিতি

আমাদের জানামতে এ বিষয়ে বাংলা ভাষায় রচিত এটিই প্রথম স্বতন্ত্র গ্রন্থ। এ-পর্যন্ত উদ্ভাবিত মানবিক জ্ঞানবিজ্ঞানের মধ্যে ভাষাবিজ্ঞান একটি মৌলিক, প্রাচীন ও সৃষ্টিশীল বিজ্ঞান। ভাষা নিয়ে প্রাচীন চীনা, ভারতীয় ও গ্রিকগণ এবং সর্বোপরি মধ্যযুগীয় আরবগণ যে ব্যাপক-বিস্তৃত গবেষণা করে গেছেন একমাত্র আধুনিক ইউরোপকেই এ ক্ষেত্রে তাদের যোগ্য উত্তরসূরি বলে মনে করা হয়। আমেরিকা এসেছে তাদের অনেক পরে। উনিশ শতকের ইউরোপে ভাষা নিয়ে যে বিশাল কর্মযজ্ঞ আরম্ভ হয় তা আরবদেশ ও আমাদের দেশে আনীত হয় বিশ শতকের মাঝামাঝি। গত শতকে আমাদের দেশে অনেক আন্তর্জাতিক মানের ভাষাবিজ্ঞানীর আবির্ভাব ঘটে এবং তাঁরা ভাষাতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, ধ্বনিতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্ব নিয়ে প্রচুর গবেষণা করেন। কিন্তু স্বভাবতই সবই আবর্তিত হয় বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে। বিগত প্রায় আটশত বৎসর যাবৎ এ দেশের বিপুলসংখ্যক স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য ও অধীত আরবি ভাষাসংক্রান্ত বিজ্ঞানসমূহ নিয়ে গবেষণার কাজটি বরাবরের মতো আজও অনেকটা অবহেলিতই রয়ে গেছে। দেশের আরবি এবং ইসলামি পণ্ডিতগণও বিষয়টির প্রতি যথোচিত গুরুত্বারোপ করেননি। প্রধানত এ-কারণেই লেখকের এ বিনীত প্রয়াস। বইটির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য, আরবি ভাষায় রচিত মৌলিক ও প্রাথমিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ এবং প্রাঞ্জল ভাষায় তা পাঠকদের সামনে উপস্থাপিত করা। গ্রন্থটির ১১টি অধ্যায়ে মোট ১১টি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে, যেগুলোর প্রথমটিতে আলোচিত হয় ভাষাবিজ্ঞান ও ভাষাতত্ত্ব পরিভাষা দুটির উদ্ভাবন, বিবর্তন, বিভাজন ও বর্তমান ব্যবহারের কথা। অন্যগুলোতে আলোচিত হয় আরবি ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব, ব্যাকরণতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, ধ্বনিতত্ত্ব, অভিধানবিদ্যা, আরবি ভাষায় কৃতঋণ শব্দ, আফ্রো-এশীয় ভাষাবংশ, বাংলাভাষা ও ব্যাকরণে আরবির প্রভাব, সিবওয়াইহ ও ইবন জিন্নির জীবন ও কর্ম, আধুনিক আরবি ভাষায় লিঙ্গের ব্যবহারে প্রচলিত ভুল প্রভৃতি বিষয়। মুতাকাদ্দিমীন বা পূর্ববর্তী আরবদের গবষণার ফলাফলের সাথে পাশ্চাত্য প্রভাবিত আধুনিক আরবদের গবেষণার ফলাফলও লেখাগুলোতে যুক্ত করা হয়েছে যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে। গবেষণার জন্য উর্বর ও উৎপাদনশীল কিন্তু স্বল্পকর্ষিত ও স্বল্পব্যবহৃত এ ক্ষেত্রটির প্রতি বাংলাভাষী ছাত্র, শিক্ষক, গবেষক ও অনুসন্ধানী পাঠকবৃন্দের মনোযোগ আকৃষ্ট হলে লেখকের শ্রম সার্থক হবে এবং বাংলাভাষা ও সাহিত্য এর দ্বারা উপকৃত হবে।

ISBN: 978-984-35-0383-1

Academia Publishing House Ltd.

9 789843 503831